ইত্তেফাক

তাং: 1/2/79
পৃষ্ঠা 2 7

167

কারাগারে অসুস্থ মেজর জিয়াউদ্দিনের জন্য তাঁর বৃদ্ধা মাতার আকুল আবেদন

আমার পুত্র, স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রাক্তন অফিসার "মেজর জিয়াউদ্দিন" ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ১৯৭৬ সালের জুন মাসে কথিত "ষড়যন্ত্র মামলায়" আরো অনেক বীর মুক্তিযোদ্ধার সাথে আমার স্নেহের সন্তান মেজর জিয়াউদ্দিনকে ১৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। দেড় বৎসর হতে চললো জিয়াউদ্দিন কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েছে। ৭৮ সালের জুন মাসে জিয়াউদ্দিন মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়লে সরকার তার সুচিকিৎসার জন্য একটি মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করেন। বোর্ডের আংশিক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, তার পিত্তথলিতে ঘা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, বোর্ডের পরিপূর্ণ রিপোর্ট আজ প্রায় এক বৎসর হলো তবু জানা যায়নি। অবশ্য বিভিন্নসূত্রে প্রকাশ যে, বোর্ড তখনই অপারেশনসহ সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করার সুপারিশ করেছিলেন। তার অপারেশনের ব্যবস্থা তো হয়নি এমনকি তার পিত্তথলির ঘা যাতে আর বৃদ্ধি পেতে না পারে তার জন্য আজ পর্যন্ত কোন ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থাও করা হয়নি। এ ব্যাপারে কারা কর্তৃপক্ষের সংগে বার বার যোগাযোগ এবং অনুরোধ করা সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়নি। কারা কর্তৃপক্ষ আরও জানিয়েছেন যে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমতি ব্যতিরেকে বাইরের হাসপাতালে "জিয়াউদ্দিনকে" পাঠানো সম্ভব নয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী "লেঃ কর্ণেল মোস্তাফিজুর রহমান" সম্পূর্ণ ব্যাপারটি প্রথম থেকেই অবগত আছেন এবং তিনি সুচিকিৎসার জন্য আশ্বাসও দিয়েছিলেন।

গত কিছুদিন থেকে জিয়াউদ্দিনের অবস্থা আশংকাজনক অবনতি ঘটছে। তার "পিত্তথলির ঘা" সম্প্রসারিত হয়ে লিভার আক্রান্ত হয়েছে। সার্বিক শারীরিক অবনতির কারণে মারাত্মক নিম্নরক্তচাপ দেখা দিয়েছে। সর্বোপরি গত ক'দিন ধরে "জণ্ডিসে" আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের অভিমত যে, পিত্তথলিতে ঘা থাকাকালীন জণ্ডিস রোগে আক্রান্ত হলে রোগীর বাঁচার সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে আসে।

গত কয়েকদিন জিয়াউদ্দিনের মারাত্মক শারীরিক অবনতি এবং চিকিৎসার কোন সুবন্দোবস্ত না করার খবর শুনে আমি তার জীবন সম্বন্ধে আতংকিত এবং উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি।

তাই বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং সচেতন জনগণের কাছে আমার আকুল আবেদন, অবিলম্বে জরুরী ভিত্তিতে 'জিয়াউদ্দিনের' চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করুন, 'জিয়াউদ্দিন' একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু একজন মুক্তিযোদ্ধা দেশ ও জাতির শত্রু হতে পারে না। আমি জানি 'মহামান্য রাষ্ট্রপতি' নিজেও একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। তাই আমি আশা করব একজন মুক্তিযোদ্ধার প্রতি আর একজন মুক্তিযোদ্ধা 'ঐতিহাসিক সহমর্মিতা' নিয়ে অবিলম্বে 'রাষ্ট্রপতি' ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণ করে 'জরুরী ভিত্তিতে' আমার গৌরবের ধন জিয়াউদ্দিনের চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করে তার বাঁচার নিশ্চয়তা বিধান করবেন।

—সাহেদা বেগম, পারেরহাট রোড, পিরোজপুর, বরিশাল।